দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 SEP 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

৮৭৭৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে দৃষ্টিনন্দন ভবন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মেগা প্রকল্প

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে আর জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। দীর্ঘদিনের পুরনো নকশার বদলে দৃষ্টিনন্দন নকশায় আধুনিক নির্মাণ শৈলী ব্যবহার করা হবে ভবন নির্মাণে, যাতে ভবনটি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে। তাই ভবন সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে চলতি অর্থবছরেই ৮ হাজার ৭৭৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের মেগা প্রকল্প আসছে। মন্ত্রণালয় বলছে, সরকারের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে আগামী বছরের মধ্যে আর কোনো জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠান থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুধু নতুন ভবন নয়, ভবনের চেহারায়ও এখন পরিবর্তন আসবে। এ কারণে নকশায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পছন্দ করা নকশায় নির্মিত হচ্ছে ভবন। শিক্ষার্থীরা যাতে স্কুল ভবন দেখেই আকৃষ্ট হন সেভাবে ভবন নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আধুনিক এই দৃষ্টিনন্দন নকশায় বর্তমানে ৩৫০টি স্কুল-কলেজ ভবন পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

৮৭৭৩ শিক্ষা

২০ পৃষ্ঠার পর

নির্মাণ শেষ হয়েছে। আর এই মেগা প্রকল্পের ভবনগুলোও নির্মিত হবে একই নকশায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এতদিন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলো ছিল অবহেলিত। স্কুলগুলো ডাবল শিফট হলেও ভবন বাড়েনি। তাই ২০০টি সরকারি কলেজ ও ৩২৩টি সরকারি স্কুলের উন্নয়ন কাজের সকল প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এর ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে এক হাজার ৮০৫ এবং চার হাজার ৬৪০ কোটি টাকা। তিন হাজার বিদ্যালয়ে নতুন ভবন এবং তিন হাজার ২৫০টি বিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্পের 'পিইসি' অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই তা একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে। এছাড়া দুই হাজার মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় উপস্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। আধুনিক নকশার আলোকে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য চারটি প্রকল্পকে একত্রিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের এই মেগা প্রকল্প শুরু হতে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'মূলত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণ হয়েছে। এছাড়া আরো যেসব প্রকল্প আমাদের হাতে রয়েছে তাতে আগামী বছরের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবন সংকট থাকবে না। জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও থাকবে না।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, চলতি মাসেই যশোর জেলার উপ-শহর মহিলা ডিগ্রী কলেজের নতুন চারতলা ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মেরুন ও নীল রঙে রাঙানো এই কলেজ ভবনটি পুরো এলাকার চিত্রই পরিবর্তন করে দিয়েছে। এছাড়া ভবনটি প্রতিবন্ধী বান্ধব। শিক্ষার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সরকারের অন্যান্য প্রকল্প থেকে আইসিটি সংক্রান্ত সব উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া রয়েছে শ্রেণিকক্ষে।

জানা গেছে, শিক্ষার বিভিন্ন দপ্তর ও প্রকল্পগুলোর কাজের গতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অর্থবছর শেষে মূল্যায়ন করেন। গত অর্থবছরে সব দপ্তর নিয়ে কম-বেশি অসন্তুষ্ট থাকলেও তিনি একমাত্র প্রশংসা করেছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-ইইডি'র। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নির্মাণ করে এলজিইডি বিভাগ। আর মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। ১৯৯১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইইডি নির্মাণ করেছে ৩৩ হাজার ২১টি ভবন। এছাড়া বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল ও ৬টি কলেজসহ বেশকিছু ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	✓
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর